সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ আষাঢ়-১৪৩০, মে-জুন-২০২৩ ❑ পৃষ্ঠা ৮

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ ... ২

ফরিদপুর অঞ্চলে কৃষির বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত... ৩

ঢাকার সাভারে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত ... ৪

জয়পুরহাটে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে কচু ফসলের জাত ... ৬

ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর গুলশানের হোটেলে নেদারল্যান্ডসের দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের কৃষি বাণিজ্য মিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত। চাল, আলু, আম, সবজিসহ ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। ২০ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে নেদারল্যান্ডসের দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের কৃষি বাণিজ্য মিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের মধ্যে কৃষি ও ডেইরি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এ মিশন কাজ করবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি প্রতিবেদনে বলেছে, বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশগুলোর একটি। তবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিতে অনেকটা পিছিয়ে। তাই আমরা মনে করি এ খাতে আমাদের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

চারটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষিখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং সেচ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব খাতে নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এটুআই এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই এর মধ্যে একটি যৌথ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করছেন

দেশের কৃষি খাত উন্নয়নে কৃষি তথ্য মনোনয়ন ও আন্তঃবিনিময় কাঠামো এবং পলিসি তৈরির কাজকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নে ৫ জুলাই ২০২৩ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই এর মধ্যে একটি যৌথ সমঝোতা চুক্তি

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

১০ লাখের বেশি ক্ষুদ্র কৃষকের সুবিধায় দেওয়া হবে ৩৮৯ কোটি টাকা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার কৃষি মন্ত্রণালয়

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর এবং ১০ লাখের বেশি ক্ষুদ্র কৃষকের সুবিধায় প্রায় ৩৮৯ কোটি টাকার (৩৫ মিলিয়ন ডলার) একটি প্রকল্প চালু করেছে কৃষি মন্ত্রণালয় ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলাইজার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আইএফডিসি)। ২২ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঝালকাঠিতে তেলফসলি কৃষকদের পুরস্কার বিতরণ

সভায় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সাজিয়া আফরোজ কৃষকের মাঝে পুরস্কারপত্র এবং নগদ অর্থ তুলে দেন

ঝালকাঠিতে ৬ জুন ২০২৩ শহরের খামারবাড়িতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্যোগে তেলফসলি কৃষকদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সাজিয়া আফরোজ।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত তেল গ্রহণের ক্ষেত্রে আবার সরিষা এবং তিল তেলে ফিরে আসতে হবে। এর সাথে যোগ হবে সূর্যমুখী। কেননা আবাদযোগ্য এমন অনাবাদি জমিগুলোতে এসব ফসল আবাদের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে ভোজ্যতেলের আমদানি-নির্ভরতা কমে যাবে। হবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়। পাশাপাশি কৃষকের আয় বাড়বে। তাদের জীবনমান হবে উন্নত। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি তেলফসল উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য ৫ জন কৃষকের মাঝে পুরস্কারপত্র এবং নগদ অর্থ তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ঝালকাঠি সদরের কৃষক মো. শামিম আহম্মেদ প্রথম, কাঠালিয়ার মো. সাজ্জাদ হোসেন দ্বিতীয় এবং ঝালকাঠি সদরের মোসা. রেহেনা বেগম, রাজাপুরের সেকেন্দার খান ও নলছিটির মো. মিরাজ হোসেন জোমাদ্দার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএইর উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএইর অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মো. রিফাত সিকদার এবং অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) ইসরাত জাহান মিলি। অনুষ্ঠানে শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে সদর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে রোপা আমন ধানের উফশী জাত ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী) বীজ ও রাসায়নিক সার ১৮ জুন ২০২৩ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশরাফ হোসাইন, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, সদর, ময়মনসিংহ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বর্তমান কৃষি বান্ধবসরকার কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন উপকরণ ভর্তুকি ও বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। তিনি আরও বলেন কৃষিকে স্মার্ট কৃষিতে রুপান্তরের জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচির ন্যায় উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, ময়মনসিংহ আমন মৌসুমে রোপা আমন প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ৮০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ৫ কেজি রোপা আমন ধানের উফশী জাতের ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রণোদনার আওতায় ২০ জন কৃষকের ১ কেজি করে পেঁয়াজের বীজ, ২০ কেজি করে ডিএপি ও এমওপি সার বিতরণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন মেহেদী হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সদর, ময়মনসিংহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ জুবায়রা বেগম সাথী, উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ। আরোও উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ কৃষক-কৃষাণি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব আশরাফ হোসাইন, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর, ময়মনসিংহ

মো: খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় কৃষকদের সমন্বয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ মুশিউল ইসলাম, কৃষি তথ্য অফিসার কুমিল্লা, আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বদ্যমান কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ (এআইসিসি) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ই-কৃষির বিস্তার" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার আয়োজনে ১৩ জুন ২০২৩ কুমিল্লা লালমাই উপজেলার, আলিশ্বর এআইসিসি ক্লাবের কৃষক কৃষাণিগণের সমন্বয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোঃ মুশিউল ইসলাম উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন, কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান, উপজেলা কৃষি অফিসার, লালমাই, কুমিল্লা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মোঃ জিয়াউল করিম, উপসহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, লালমাই, কুমিল্লা। উঠান বৈঠকে বক্তারা বলেন, সরকারের টেকসই পরিকল্পনা মূলক কৃষি নীতি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ কৃষিতে সয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ মানুষ তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে বানিজ্যিক কৃষিতে সফল হয়েছেন। যার ফলে দেশ আজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি কাজের মধ্যে অব্যাহত থাকলে কৃষি সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে।

মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ফরিদপুর অঞ্চলে কৃষির বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত

বিভাগীয় মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ হারুন-অর- রশীদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর

ফরিদপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক সভা বুধবার ২১ জুন ২০২৩ নগরীর খামারবাড়িতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চল ফরিদপুরের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ফরিদপুর অঞ্চল ফরিদপুর। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জিয়াউল হক, রাজবাড়ীর উপপরিচালক কৃষিবিদ আবুল কালাম আজাদ, মাদারিপুরের উপ-পরিচালক ড. সন্তোষ চন্দ্র চন্দ, গোপালগঞ্জের উপপরিচালক, আঃ কাদের সরদার হর্টিকালচার সেন্টার ফরিদপুরের উপ-পরিচালক, মোঃ জসীম উদ্দিন, হর্টিকালচার সেন্টার কাশিয়ানীর উদ্যানতত্ত্ববিদ, জনাব রাকিবুল হাসান।

সভায় বক্তারা উল্লেখ করেন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের আগামী ২২ জুন ২০২৩ তারিখে যোগদান ও পদায়ন করবেন। ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ এবং প্রণোদনার বীজ ও সার ও সুষ্ঠু বণ্টন করতে হবে। ফসল উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি বিভাগের সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য পরামর্শ দেন। উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাসহ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সভায় ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, ফরিদপুর

এমডি-২ আনারসের পরিচিতি ও চাষ

'সুপার সুইট' খ্যাত এমডি-২ আনারস বিশ্ব বাজারে অত্যধিক চাহিদা সম্পন্ন অম্ল মধুর মিষ্টতায় (১৪% ব্রিক্স), ফলের সেল্‌ফ লাইফ ৩০ দিন, সুস্বাদু, পুষ্টিগুণ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস সমৃদ্ধ ফল।

আমাদের দেশের প্রচলিত জাত থেকে এ জাতে ভিটামিন সি আছে ৩-৪ গুণ বেশি, এছাড়াও আছে অল্প পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ফসফরাস, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম। এ জাতটি দুরারোগ্য হৃদপিন্ডের রোগ, ডায়াবেটিস, কিছু কিছু ক্যানসারের ক্ষতির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আনারসে উপস্থিত ব্রোমেলিন হজমে সহায়তা করে। এ জাতের প্রদাহবিরোধী উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও রক্ত তরল করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

১০০ গ্রাম আনারসের পুষ্টিমান :
ক্যালরি ৮২.৫, ফ্যাট ০.০১ গ্রাম, প্রোটিন ৬০ গ্রাম, শর্করা ১১.৮২ গ্রাম, ফাইবার ১.৪ গ্রাম, এছাড়া রিকোমেন্ডড ডায়েটারি ইনটেক অনুযায়ী-
ভিটামিন সি ১৩১%, ম্যাঙ্গানিজ ৭৬%, ভিটামিন বি-৬ ৯%, কপার ৯%, থায়ামিন ৯%, ফোলেট ৭%, পটাসিয়াম ৫%, ম্যাগনেসিয়াম ৫%, নিয়াসিন ৪%, প্যানথেনিক এসিড ৪%, রিবোফ্লাভিন ৩%, আয়রন ৩%।

কেনো এমডি-২ জাত ?

তুলনামূলক বিচারে এমডি-২ জাতটি অধিক জনপ্রিয়তা উল্লেখ করার মত কারণ রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম জাতই নয়, তুলনামূলকভাবে চাষ প্রণালীও সহজ। এ জাতের মুকুট ভাসা থাকায় ভক্ষণশীল অংশের পরিমাণ বেশি থাকে। সাকারের আকার অনুযায়ী ১২ থেকে ১৬ মাসে উৎপাদন হয়। সাকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। বৃষ্টির পানি ছাড়া অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হয়না। এ জাতের ফলন প্রচলিত জাত থেকে দ্বিগুন হয়ে থাকে।

মাটি

সুনিষ্কাশিত দোঁ-আশ, বেলে দোঁ-আশ মাটি এ জাতের আনারসের জন্য উপযোগী। অম্ল মাটি বেশি ভালো। উপযুক্ত পিএইচ ৫.৫-৬।

জমি তৈরি

আনারসের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন হয়। পাহাড়, টিলা, উঁচু যে স্থানে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না সে স্থানে ৩০ ইঞ্চি বেড তৈরি করতে হবে। দুই বেডের মাঝখানে ৩০ ইঞ্চি সেচ নালা রাখতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ ইঞ্চি।

সারের পরিমাণ

জমির উর্বরতা শক্তি অনুসারে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।
খামারি অ্যাপস অনুযায়ী বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) অনুমিত মাত্রাঃ

সারের নাম	
পঁচা গোবর	২৫ কেজি
ইউরিয়া	৫২ কেজি
ডিএপি	৮.৫ কেজি
এম ও পি	৩৩ কেজি
জিপসাম	২.৬ কেজি
জিংক সালফেট	৮০০ গ্রাম

খামারি অ্যাপস ব্যবহার করে সার প্রয়োগ করুন
বেশি ফলন পেতে স্মার্টকৃষি ফসল ঘরে তুলুন।
খামারি

রোপণের সময়

বর্ষার পর অক্টোবর-মার্চ পর্যন্ত আনারস রোপণ করা যায়। তবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

মুড়ি ও সাথী ফসল চাষ

আনারস চাষে অন্যান্য ফসলের থেকে আরেকটি লাভ হলো মুড়ি ফসল চাষ। অন্যান্য জাতের মত এ জাতের সাথে সাথী ফসল হিসাবে আদা, সরিষা, কলাই, সয়াবিন, কচু চাষ করা যায়।

ফলন

ফলন গড়ে ৪.০-৪.৫ মেট্রিক টন/বিঘা। তবে, উপযুক্ত যত্ন নিলে ফলন ৮.০-৯.৫ মেট্রিক টন/বিঘা হতে পারে।

বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

আনারস উৎপাদনের সাথে বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অসামঞ্জস্যতার কারণে বাংলাদেশে ভালো বাজার তৈরি হচ্ছে না। পরিশেষে, আনারস বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় ফল। দেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে ব্যাপক আনারসের আবাদ হয়ে থাকে। তবে আমাদের বিদ্যমান জাতসমূহ রপ্তানিমুখী নয়। টেকসই কৃষিকে বেগবান করতে এমডি-২ জাতের আনারস সম্প্রসারণ করা গেলে এদেশের আনারস চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd

ঝালকাঠির নলছিটিতে কৃষকের সাথে উঠান বৈঠক

ঝালকাঠির নলছিটিতে ১০ জুন ২০২৩ উপজেলার দপদপিয়ায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে কৃষকের সাথে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঝালকাঠির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নলছিটির উপজেলা কৃষি অফিসার সানজিদ আরা শাওন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, পশ্চিম দপদপিয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সভাপতি মো. জিয়াউল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন,

কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে কৃষকের সাথে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝালকাঠির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ গড়ার যে প্রচেষ্টা নিয়েছিল তা আজ সফল হয়েছে। এখন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। এজন্য যারা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছি আমাদেরকে কাজের মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে। তবেই দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর উন্নত এবং স্মার্ট বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে বিদ্যমান কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ই-কৃষি বিস্তার কর্মসূচির আওতাধীন ৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ঢাকার সাভারে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিদ্যমান কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র সমুহ শক্তিশালী করণের মাধ্যমে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক কর্মসুচী আওতায় গত ১৪ জুন ২০২৩ ঢাকা, সাভার মশুরীখোলা কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রে ই-কৃষির বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সুরজিত সাহা রায়, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রফিকুল ইসলাম মোল্লা, প্রাক্তন পরিচালক, সরেজমিন উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, মো: আবু জাফর আল মুনছুর, তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষিতথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মোছা মরিয়ম খাতুন,উপজেলা কৃষি অফিসার, সাভার, ঢাকা এবং কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সম্পাদক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা, ও সাবরিনা আফরোজ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, খামারবাড়ি, ঢাকা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কৃষক- কৃষাণি।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

বারি উদ্ভাবিত পরীক্ষিত প্রযুক্তি শনাক্ত, অগ্রাধিকরণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ

কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খুলশী, চট্টগ্রাম এসএসিপি বারি অঙ্গ কর্তৃক আয়োজিত বারি উদ্ভাবিত পরীক্ষিত প্রযুক্তিগুলো শনাক্তকরণ, অগ্রাধিকরণ ও নির্বাচন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ গত ১১ জুন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রেহানা ইয়াসমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী, পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ণ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ড. অরবিন্দ কুমার রায়, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। উক্ত ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষির বিভিন্ন স্টক হোল্ডারদের (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, NGO ও কৃষক প্রতিনিধি) নিয়ে আয়োজিত এ ওয়ার্কশপে বক্তারা কৃষি ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে বন্ধন আরো শক্তিশালী করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে সক্ষমতা অনুযায়ী গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, NGO ও কৃষক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ শেষে প্রধান অতিথি গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন ও গবেষণার কর্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব রেহানা ইয়াসমিন গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খুলশী,

বরিশাল মেট্রোতে কৃষকদের মাঝে বীজ-সার এবং নারিকেলের চারা বিতরণ

বরিশাল মেট্রোতে ২১ জুন ২০২৩ নগরীর খামারবাড়ির চত্বরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ-সার এবং নারিকেলের চারা বিতরণ প্রণোদনা কর্মসূচি উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক মো. মুরাদুল হাসান। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার জয়ন্তী এদবর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোসাম্মৎ মরিয়ম, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার রথীন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএইর অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মো. রেজাউল হাসান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) মো. মুসা ইবনে সাঈদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির আওতায় ১০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে বিনামূল্যে ৫ কেজি হারে উচ্চফলনশীল আমনের বীজ বিতরণ করা হবে। এছাড়া তাদের প্রত্যেককে ১০ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি সার দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি আরো ১০০ জন কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ৫টি করে নারিকেলের চারা বিতরণ করা হবে।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রথম পাতার পর

স্বাক্ষরিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জালাল আহমেদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন এবং এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির আওতায় স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যেসব স্মার্ট সল্যুশন গ্রহণ করবে সেখানে অনুঘটক হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা করবে এটুআই। এর অংশ হিসেবে দেশের কৃষি ব্যবস্থায় অধিকতর উন্নয়ন আনয়নে একটি সার্বিক কৃষি তথ্য মানোনয়ন ও আন্তঃবিনিময় কাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা করবে এটুআই। একইসঙ্গে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং কৃষক ও খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্মার্ট কৃষি ডিভাইসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে দুই মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা করবে এটুআই। এর মাধ্যমে দেশের কৃষিখাতে সার্বিক একটি ডেটা ইকোসিস্টেম নিশ্চিত করা যাবে। যার ফলে কৃষি উন্নয়নে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকের উপযোগী স্মার্ট সল্যুশন তৈরি হবে এবং এর ধারাবাহিকতার প্রবণতা তৈরি হবে। কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপদের সম্পৃক্ততা শতভাগ নিশ্চিত করা যাবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্মত তথ্য ও তথ্য বিনিময় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে যৌথভাবে কাজ করবে এই তিন প্রতিষ্ঠান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ বলেন, আমাদের ডিজিটাল উদ্ভাবনগুলোকে স্মার্ট করার সময় এখন। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে উদ্ভাবনগুলোকে ফোরআইআর ও এআই নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদ খাতের উদ্ভাবনী সমাধানে আমরা সবসময় এটুআইকে পাশে পেয়েছি। বিশেষ করে স্মার্ট সল্যুশন বাস্তবায়নে আমরা এটুআইকে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করতে চাই। আইসিটি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন বলেন, দেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য বিনিময়ের প্রবণতা কম। আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান আনা সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তাতে এই পুরো কাজটি ভালো ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে অনেকগুলো স্মার্ট সল্যুশন নিয়ে কাজ করছে। সে উদ্ভাবনগুলো জাতীয় পর্যায়ে স্কেলআপ করা সম্ভব। বেসরকারি পর্যায়ে যারা স্মার্ট সল্যুশন নিয়ে কাজ করছে এ প্রক্রিয়ায় আমরা তাদেরকেও যুক্ত করতে চাই। এ ব্যাপারে এটুআই-এর সম্পৃক্ততা উন্নয়নের ধারাকে এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে আশা রাখছি। এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বলেন, কৃষি তথ্য-উপাত্তের মান-উন্নয়ন ও আন্তঃবিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি কমিটি করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশে একটি স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং জাতীয় কমিটিকে ক্যাটালিস্ট সকল ধরনের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এটুআই প্রস্তুত রয়েছে। স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার সময়। স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বে আসতে পারে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ইউএনডিপির সহায়তায় পরিচালিত এস-পায়ার টু ইনোভেট-এটুআই বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসময় অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, এটুআই-এর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ইনোভেশন মানিক মাহমুদসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এটুআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সবজি ও ফল চাষ করে ভাগ্যবদল করেছেন গাজীপুর সদরের সুরাইয়া

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ০১নং জোনের অন্তর্ভুক্ত ১১নং এরিয়ার ১২৯নং শাখার সদস্য সুরাইয়া। অভাবের সংসারে লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে না পারায় মাত্র ১৮ বছর বয়সে গাজীপুরের পুবাইলের ছোট কয়ের গ্রামের বাসিন্দা মোঃ নাসির মিয়ার সাথে বিয়ে হয় তাঁর। নাসির পেশায় কৃষক। তিন সন্তান নিয়ে ঠিকমতো সংসার চালাতে পারছিলনা সুরাইয়ার স্বামী।

সুরাইয়া সিদ্ধান্ত নেন ঋণ নিয়ে তিনিও উপার্জনের কোনো উপায় বের করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালে তিনি মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঋণ নিয়ে তাঁর জমিতে শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। রোজগার বাড়তে থাকলে শাকসবজি চাষের পরিধিও বাড়াতে থাকেন। শাক-সবজির চাষের পাশাপাশি তিনি গরুর খামারও তৈরি করেছেন। তাঁর খামারে বর্তমানে প্রায় ১০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্তমানে প্রতি মাসে সুরাইয়ার আয় ৪০-৫০ হাজার টাকা। ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি তিনি সঞ্চয়ও করছেন। এছাড়া আগের টিনের বাড়ির জায়গায় তিনি এখন আধাপাকা বাড়ি তুলেছেন।

শাকসবজি চাষের পাশাপাশি গরুর খামারের পরিসর বৃদ্ধি করার চিন্তাভাবনা করছেন সুরাইয়া। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তাঁর এ ভালো অবস্থানে আসার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তিনি এমএসএস-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাঙ্গি চাষে সফলতা উল্লেখ করে বলেন, বাঙ্গি চাষে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আশা করেন তিনি জমি থেকে তিন লাখ টাকার বাঙ্গি বিক্রি করতে পারবো। জমি থেকে প্রতি পিস বাঙ্গি পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকায়। পরে পাইকারদের মাধ্যমে ফলটি পৌঁছে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে। খুচরা পর্যায়ে যা বিক্রি হয়ে ১৫০-২০০ টাকায়।

নরসিংদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আজিজুর রহমান বলেন, অল্প খরচে অধিক লাভ হওয়ায় প্রতি বছরই বাড়ছে বাঙ্গির আবাদ। এবার জেলায় বাঙ্গির বাম্পার ফলন হয়েছে। যা থেকে উৎপাদন হবে প্রায় এক হাজার টন বাঙ্গি। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। বাঙ্গি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হওয়ায় দিনদিন এর চাহিদা বাড়ছে। আগামীতে বাঙ্গির আবাদ বৃদ্ধিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করছে। কৃষকদের পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে বাঙ্গির ফলন আরো বৃদ্ধি করা হবে।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত

প্রথম পাতার পর

নেদারল্যান্ডসের এগ্রি ট্রেড মিশনকে তিনি বলেন, বাংলাদেশে কৃষিতে বিনিয়োগ খুবই সম্ভাবনাময় এবং তা লাভজনক হবে। আপনারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসুন। কারণ, বর্তমানে দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স থিজ উডস্ট্রা, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, নেদারল্যান্ডসের এগ্রি ট্রেড মিশনের প্রধান উইস ভ্যান লিউভেন, নেদারল্যান্ডসের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দূত ফ্রেডেরিক ভসেনার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী এই মিশনে নেদারল্যান্ডসের ৯টি কোম্পানি বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করবে এবং বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবে।

> নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের মধ্যে কৃষি ও ডেইরি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এ মিশন কাজ করবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

১০ লাখের বেশি ক্ষুদ্র কৃষকের সুবিধায় দেওয়া

প্রথম পাতার পর

গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে 'ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটি (সিএসএ)' শীর্ষক পাঁচ বছর (২০২০-২৮) মেয়াদি এ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার প্রধান অতিথি এবং আইফিডিসির প্রেসিডেন্ট ও সিইও হেংক ফান রেইন, ইউএএআইডির ইকোনমিক গ্রোথ অফিসের পরিচালক মুহাম্মদ যান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে এতে স্বাগত দেন সিএসএ অ্যাক্টিভিটি চিফ অব পার্টি ইশরাত জাহান।

উল্লেখ্য, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার ক্ষুদ্র কৃষকরা অধিক মাত্রায় ঝুঁকি মোকাবিলা করছেন। এ প্রকল্পের আওতায় সিএসএ কৃষক, খামার ও সরকারি অংশীদারদের সহযোগিতা করবে। যেন ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার ও অনুশীলন এবং আরও সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায়। সিএসএ অ্যাক্টিভিটির হিসাবে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ লাখ ১ হাজার ৫৫০ মেট্রিক টন সার ও ৪২৪ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সারের ভর্তুকি সাশ্রয় হবে এবং ক্রমবর্ধমান হারে ৯ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় স্মার্ট কৃষির বিকল্প নেই

শেষ পাতার পর

কৃষি তথ্য সার্ভিস এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, আমরা দুই কোটি মানুষকে স্মার্ট কার্ড দিবো। স্মার্ট ফার্মিংয়ের জন্য বিশ্বেও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে চুক্তি করেছি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়। এছাড়া বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, চ্যানেল আইয়ের বার্তা প্রধান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ প্রমূখ বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ।

কৃষিবিদ আয়েশা সুলতানা, কৃতসা, ঢাকা

জয়পুরহাটে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে কচু ফসলের জাত বিস্তার শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস মহাপরিচালক, ডিএই

"কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্র" বগুড়া'র আয়োজনে জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে "বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাত বিস্তার" শীর্ষক মাঠ দিবস ২৪ জুন ২০২৩ সকাল ১০টায় পাঁচবিবি উপজেলার পাটাবুকা গ্রামে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি বক্তব্যকালে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। গবেষণার উন্নয়নের ফল হিসেবে জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের ১২টি দেশের রফতানি হচ্ছে। জেলা ব্র্যান্ডিং হিসেবেও স্থান পেয়েছে জয়পুরহাটের উন্নতজাতের লতিরাজ কচু। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে এবং কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এটিএম তানজিমুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার,

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলাতে ই-কৃষি বিস্তারে কৃষকের সাথে উঠান বৈঠক

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলাতে ৭ জুন ২০২৩ মাসকাটা বাজারে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে মাসকাটা এআইসিসি ক্লাবের কৃষক-কৃষাণির সাথে ই-কৃষি বিস্তার শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিনা শামিম উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ শেখ সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, ফকিরহাট, বাগেরহাট। কৃষিতে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির স্মার্ট ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এ উঠান বৈঠকের আয়োজন।

মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

মাশরুম চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে দারিদ্র্য

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের মাধমে উৎপাদিত মাশরুম পরিদর্শণ করছেন

আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু সালেহ মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক নীরদ চন্দ্র সরকার প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের পরিচালক আখতার জাহান কাঁকন। তিনি জানান, দেশে বর্তমানে প্রায় ৪০ থেকে ৪১ হাজার মেট্রিক টন মাশরুম প্রতি বছর উৎপাদন হচ্ছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অনেক দেশেই মাশরুম রফতানির সুযোগ রয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় স্মার্ট কৃষির বিকল্প নেই

শেষ পাতার পর

কৃষি তথ্য সার্ভিস এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, আমরা দুই কোটি মানুষকে স্মার্ট কার্ড দিবো। স্মার্ট ফার্মিংয়ের জন্য বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সাথে চুক্তি করেছি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক সুরজিত সাহা রায়। এছাড়া বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, চ্যানেল আইয়ের বার্তা প্রধান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ প্রমূখ বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. আহসান উল্লাহ।

কৃষিবিদ আয়েশা সুলতানা, কৃতসা, ঢাকা

জয়পুরহাটে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে কচু

৬ষ্ঠ পাতার পর

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইংয়ের পরিচালক ড. দিলোয়ার আহমেদ চৌধুরী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরকার সফি উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বারি-২ জাতের লতিকচু চাষ করে কৃষকদের মধ্যে থেকে সফলতার গল্প শেয়ার করে বক্তব্য রাখেন আজিজার রহমান, মেহেদী হাসান, আফজাল হোসেন ও বিল্লাল হোসেন। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষি উদ্যোক্তা, প্রগতিশীল কৃষক-কৃষানিসহ ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর করছেন। (রবিবার, ২৫ জুন ২০২৩)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

পুষ্টি কর্নার : বিলাতি গাব

প্রচুর পরিমাণে ক্যালরিশক্তি ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বিলাতি গাব একটি সুস্বাদু ফল। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম বিলাতি গাবে জলীয় অংশ ৮৪.৯ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.২ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬০ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৫ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৪.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.৫ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.২, ফসফরাস ০.০২ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। বিলাতি গাবের যথেষ্ট ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। এটি বেলের মতোই উপকারী। বিলাতি গাবের পাতার সিদ্ধকৃত ক্বাথ দ্বারা চর্মরোগের উপশম হয়। এ ক্বাথ গরম পানিসহ গার্গল করলে ঠাণ্ডা কাশি উপশম হয়। বিলাতি গাবের ফল রক্ত-আমাশা ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। ফল মুখের ও গলার ঘা ধৌতকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) থেকে এ ফলের একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা বারি বিলাতি গাব-১ নামে পরিচিত। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা বরিশাল পিরোজপুর এবং পাহাড়ি এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে ফলটি স্থায়ী বাগানের উপাদান হিসেবে এবং মূল্যবান ফলবাগানের উইন্ডব্রেকার হিসেবে চাষ করা যায়। ফল হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও বিলাতি গাব ফ্রুট কেক, ক্রিম সফট ড্রিংকস প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৭তম বর্ষ ✿ তৃতীয় সংখ্যা
✿ আষাঢ়-১৪৩০ বঙ্গাব্দ; মে-জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মাশরুম চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, মাশরুম চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মাশরুম খুবই সম্ভাবনাময়। এটি খুবই পুষ্টিকর এবং অর্থকরী ফসল। ১৪ জুন ২০২৩ বুধবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাশরুমে প্রোটিন আছে ২২ ভাগের মতো। যেখানে চালে শতকরা ৮ ভাগ, গমে প্রায় ১২ ভাগ প্রোটিন রয়েছে। মাশরুমের চাষ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না। আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে মাশরুম বিদেশে রফতানি করতে পারব। দেশের প্রত্যেক উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদেরকে ২০০ থেকে ৩০০ মাশরুম উদ্যোক্তা তৈরির জন্য নির্দেশনা দেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গেস্ট অব অনার হিসাবে কৃষি বিপণন অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. মাসুদ করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া ।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে ২৫ জুন ২০২৩ ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ এর মহাপরিচালক, কৃষিবিদ জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন জনাব খন্দকার মুহাম্মদ রাশেদ ইফতেখার, প্রকল্প পরিচালক।

কৃষিবিদ মোছাঃ ফাতেমা জান্নাত জয়া, অতিরিক্ত উপপ্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় স্মার্ট কৃষির বিকল্প নেই

সিরডাপ মিলনায়তনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি মন্ত্রণালয়

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় স্মার্ট কৃষির বিকল্প নেই। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষিকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর করতে হবে। কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, রোবট প্রভৃতি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, উৎপাদন পরবর্তী অপচয় রোধ, শ্রমিক সংকট মোকাবিলা, সার, বালাইনাশকের পরিমিতি ব্যবহার, সেচ দক্ষতা, বৃদ্ধির জন্যও স্মার্ট কৃষির ব্যবহার প্রয়োজন। ২৩ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd